দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17/3/85 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম : শিক্ষামন্ত্রী

পাবনা, ১৬ই মার্চ :—শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান বলেন, দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শুধুমাত্র মুখে অসার বুলি দিয়ে নয় কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা মজবুত ও বাস্তবায়নে সবাইকে ব্রতী হতে হবে।

মন্ত্রী আজ পাবনার বনমালী ইনস্টিটিউটে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের আন্তঃ বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তা সম্মেলন-৮৫তে অংশগ্রহণকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী প্রকৌশলী (শিক্ষা) এবং অন্য শিক্ষা অফিসারদের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন যে কোন আর্থ সামাজিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অক্ষরজ্ঞান ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষে যেমন অসম্ভব তেমনি অবাস্তব কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির কাছে শিক্ষার অর্থবহ ব্যাখ্যা ও বাস্তব ফল লাভ করা আজও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। আর এ জন্য যারা শিক্ষার সাথে এতদিন সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তারা সবাই কম বেশি দায়ী। তিনি বলেন, শিক্ষা খাতে অতীতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার আনুপাতিক হারে কোন

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

সুফল লাভ করা সম্ভব হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে। শিক্ষার এই পশ্চাদমুখী অবস্থা ও অবক্ষয় বাস্তবতার নিরিখে আধুনিক প্রকৌশল ও প্রযুক্তির প্রয়োগে উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। অন্যথায় জাতির জন্যে এর পরিণাম হবে আরো ভয়াবহ।

শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে সেগুলো অতি নগণ্য। এসব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে বাস্তবতার আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নের জন্য সবাইকে নতুন ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে অন্যথায় জাতির কাছে তাদের প্রয়োজনও বাস্তব নিয়মেই ধুয়েমুছে যাবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিগত ৩৫ বছর ধরে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্য বহু আলোচনা, বিতর্ক ও গবেষণা হয়েছে। কয়েকটি কমিশন গঠন করেও তার মাধ্যমে নানা তথ্য জোগাড় এবং রিপোর্ট লেখা হয়েছে কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক ও সামাজিক চেতনাসংবলিত একটি কর্মক্ষম যুব সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষার সর্বস্তরে নানা রকম অপচয় ও দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। সামাজিক চাহিদা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন শিক্ষা স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু উপকরণের অভাবে এবং দুর্নীতির প্রকোপে বর্তমান শিক্ষা কেবলমাত্র সার্টিফিকেট ভিত্তিক অর্থসারশূন্য আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে।

ডঃ খান বলেন, শিক্ষাঙ্গনে ব্যক্তিস্বার্থ সমুন্নত রাখার জন্যে যারা নানাবিধ আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী-দাওয়া আদায়ে আগ্রহী তারা কোন দিনই তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে সফল কাম হতে পারবেন না। পরিণামে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবেন এবং জাতির কাছে একদিন না একদিন জবাবদিহি করবেন।

ডঃ খান বলেন, শিক্ষকদের দায়িত্ব শুধু শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির তালিকা বৃদ্ধি করা নয় বরং ছাত্র-ছাত্রীদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং শেষ পর্যন্ত মানুষরূপে গড়ে তোলার পর বৃহত্তর কর্মজীবনের যোগ্যতাসম্পন্ন সুনাগরিক রূপে প্রতিষ্ঠা করা।

এর আগে মন্ত্রী গতকাল সন্ধ্যায় শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাপনার উপর প্রশ্নমালার জবাবদানকালে স্থানীয় কালেক্টরেট কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে সর্বাত্মক শিক্ষার চাবিকাঠি যার উপর উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান ও সফলতা পুরোপুরি নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্যে এর সঠিক মূল্যায়ন ও দিক দর্শন অত্যাবশ্যক।